দামুড়হুদা জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় অত্র বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে অতিথিদের ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও আমন্ত্রণ পত্র পাঠ করেন অত্র বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র আবু নাঈম ও ৯ম শ্রেণির ছাত্রী মরিয়ম খাতুন। এরপর শিক্ষকদের মধ্যে থেকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক রায়হান উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক শামীম রেজা, জাহাঙ্গীর কবির, আব্দুল মজিদ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হক এর সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি প্রফেসর আহসান আলী, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম,ইউনিয়ন কৃষকলীগ ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শরিফ উদ্দীন,১নং ইউপি সদস্য ও বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মোখলেছুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সহকারী শিক্ষক মনিরুল ইসলাম,শামীম,আহমেদ সাদিদ রেজা, আলমগীর হোসেন,সহকারী শিক্ষিকা ফাহিমা খাতুন ও শিরীনা পারভীন,বিদ্যালয় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, মশিউর রহমান পরিচালনা কমিটির সদস্য লিটন মল্লিক, আমীন হোসেন,মনিরুল ইসলাম,মিনারুল ইসলাম,আলফাজ মল্লিক,ময়না খাতুন।

এসময় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন বলেন, শুধু ভালো শিক্ষার্থী হলেই চলবে না, সকলকে দেশপ্রেমিক হতে হবে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে আজকে আমাদের মেধাবী সন্তানদের নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো রকম নেশার সঙ্গে নিজেকে

না জড়ানোর আহ্বান জানান। সকলকে দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে নতুন প্রজন্মকে কাজে লাগাতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক একরামুল হক বলেন, তোমরা সকলে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে,একজন শিক্ষিত সৎ মানুষ হতে হবে।তোমাদের যাত্রা সফল হোক, সুন্দর হোক আগামীতে তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। কিন্তু শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না,পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকতে হবে। কারণ বিপথ থেকে সাংস্কৃতিই টেনে আনতে পারে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কতৃক আয়োজিত নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা(ইউএনও) উপস্থিত থেকে বক্তব্যে বলেন আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমরা তোমাদের

মধ্যে দিয়েই আগামী দিনের উজ্জ্বল আলো দেখতে চাই। আর সেই সাথে আরো বলি এই বিদায় সেই বিদায় নয়। বরং তোমাদের জীবনে নতুন আরেকটি অধ্যায় যেখানে রয়েছে উন্নতির নতুন দিশা।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদাউস রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস,নজির আহমেদ কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আঃ লীগ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন শাখা,মালেক মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কার্পাসডাঙ্গা বাজার, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল গণি, আঃলীগ নেতা আশরাফ আলী সহ প্রমুখ আরও উপস্থিত কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,আব্দুল হামিদ, সহকারী শিক্ষক জয়নাল আবেদীন, মাসুম রেজা, শাহিন ইকবাল, সাইদ হোসেন, করিম রেজা,শাইরুল ইসলাম,মোস্তাক আহমেদ, বশির আহৃমেদ, সহকারী শিক্ষিকা নার্গিস আরা, রাহিমা খাতুন, নার্গিস বেগম ও অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী বিন্দু।

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে বিদায়, নবীন বরণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল চত্বরে ছাত্রদের বিদায় নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা। এসময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা কৃত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আগামীতে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে। আমি দেখেছি দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অনেক

উন্নতি করেছে। তিনি স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন কিশোর গাং মাদক এবং অন্যান্য খারাপ কোন সঙ্গে যেন তারা না পড়ে সে ব্যাপারে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সবাইকেই তিনি সচেতন করেন।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়েশা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক ফারুক হোসেন, তুহিন উদ্দিন, আমিনুর রহমান, আসাদুজ্জামান, সোলায়মান কাদের, ক্রীড়া শিক্ষক আশরাফুল হক প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহকারী শিক্ষক নাজমুস সাদাত।

ছাত্রদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন ৯ম শ্রেণীর ছাত্র জুবায়ের হাসান। মানপত্র পাঠ করেন দশম শ্রেণীর ছাত্র নাফিজ আব্দুল্লাহ। বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাহফুজুর রহমান।

দামুড়হুদায় নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় রামনগর- কলাবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষা- শান্তি- প্রগতি এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আয়োজনে রবিবার সকাল ১০ টায় ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

এসময় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে, তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, আমরা যখন লেখাপড়া করেছি তখন আমরা এত সুন্দর বই পাইনি, লেখাপড়ার উপকরণ এত সহজলভ্য

ছিল না, আওয়ামী লীগ সরকার পহেলা জানুয়ারি ২০২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রায় ৩৪ কোটি বই বিতরণ করেছে, যাহা ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা লেখাপড়ায় বেশ এগিয়ে প্রায় সরকারি দপ্তরের বড় বড় অফিসার এখন মেয়েরা। সুতরাং সকল অবিভাবকদের দায়িত্ব হবে ছেলে মেয়েদের বাল্য বিবাহ না দিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করানো।

অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ও জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল হক, ৭নং নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিনসহ অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ।

বাচ্চাদের সব থেকে বড় বিদ্যালয় তার পরিবার- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সচেতন অভিভাবক ছাড়া সন্তানদের সফল হওয়া সম্ভব না। বাচ্চাদের সবথেকে বড় বিদ্যালয় তার পরিবার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আজকের স্মার্ট সিটিজেন তৈরিতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই আজকের শিশুকে আগামীর বাংলাদেশের দক্ষ নাগরিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাবা-মায়ের ভূমিকা অনেক। শনিবার সকালে মুজিবনগর সরকারি বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশান প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এছাড়াও তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার যা করেছে তা আর কোন সরকার করেতে পারেনি। বছরের শুরুতে নতুন বই, দৃষ্টি নন্দন একাডেমীক ভবন, কম্পিউটার ল্যাব, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগসহ নানা কর্মকান্ড বাস্তাবায়ন করেছেন সরকার প্রধান। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেন।

গাংনীর গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও নতুন ভবন উদ্বোধন এবং এসএসসি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার(১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এসকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন (এমপি), গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হক,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, এমপির পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শিলা। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত,জাতীয় পতাকা উত্তোলন নবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সিরিয়া ও তুরস্কে ভয়াবহ ভুমিকম্পে নিহত প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরিশেষে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৪ তালা ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।